হজ নিবন্ধনকারীরা টাকা তুলে নিতে পারবেন

করোনাভাইরাস সংকটের কারণে এবার সীমিত পরিসরে হজ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব। সৌদিতে অবস্থানকারী ছাড়া কেউ এবার হজ করতে পারবেন না। এ ঘোষণার পর চিন্তায় পড়েছেন বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার উদ্দেশে নিবন্ধন করা ৬৫ হাজার মুসল্লি। তবে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। নিবন্ধনকৃতরা চাইলে কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়াই তাদের টাকা তুলে নিতে পারবেন।

মঙ্গলবার দুপুরে টেলিফোনে তিনি যুগান্তরকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, যারা টাকা তুলবেন না, তারা আগামী বছর হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। যারা চাইবেন তারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিতে পারবেন।
ধর্মসচিব বলেন, টাকা ফেরত নিয়ে কোনো হয়রানির সুযোগ নেই। টাকা উত্তোলনে কারও সমস্যা যাতে না হয়, সে বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে রাখবে ধর্ম মন্ত্রণালয়। যে কেউ না যেতে চাইলে টাকা ফেরত পাবেন। ব্যাংকে টাকা সঠিকভাবে গচ্ছিত আছে, হজে যেতে ইচ্ছুকদেরও ভয় নেই। তারা আগামী বছর অগ্রাধিকার পাবেন।

ধর্মসচিব জানান, এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে আগামীকাল বুধবার দুপুর ১২টায় আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে কীভাবে টাকা ফেরত দেয়া হবে।

সোমবার সৌদির হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী জানান, করোনা মহামারীর কারণে এবারের বছর বৃহৎ পরিসরে হজ আয়োজন হবে না। শুধু সৌদি আরবে বসবাসকারীরাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে হজে অংশ নিতে পারবেন।

প্রতি বছর কোরবানির ঈদের সময় ২৫ লাখ মুসলমানের অংশগ্রহণে সৌদি আরবে পালিত হয় ইসলাম ধর্মের অন্যতম ‘ফরজ’ হজ।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে করোনাভাইরাস আক্রান্তে অন্যতম সৌদি আরব। এখন পর্যন্ত মোট সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৬১ হাজারের বেশি। প্রাণ গেছে ১ হাজার ৩০৭ জনের।

গত বছর মক্কা-মদিনায় হজ পালনের উদ্দেশে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ সৌদি আরবে যান। ধর্মীয় এই সমাগম দেশটির আয়ের অন্যতম

উৎস হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

এবার বাংলাদেশ থেকে ৬৫ হাজার ৫৯৪ জন হজে যেতে আগ্রহী ছিলেন। সৌদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণে তাদের হজে যাওয়া হচ্ছে না। সুত্র-যুগান্তর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৪৩ প্রাণ, শনাক্ত ৩৪১২

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫৪৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪১২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ১৯ হাজার হাজার ১৯৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮০ জন এবং মোট সুস্থ ৪৭ হাজার ৬৩৫ জন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৫৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ হাজার ২৯২টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৪১২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ১৯ হাজার হাজার ১৮৯ জন। শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৮ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৫৪৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮০ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৭ হাজার ৬৩৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৮ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ১৫ জন, রাজশাহীতে ৬ জন, খুলনায় ২ জন, ময়মনসিংহে ২ জন, বরিশালে ও সিলেটে একজন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

করোনায় আক্রান্ত বাড়লে আরও ২ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন,‘করোনায় আক্রান্তের হার এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আরো দুই হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হবে। পাশাপাশি মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের কাজও বর্তমানে চলমান রয়েছে। করোনা পরিস্থিতি আগামীতে যেরকম হবে সরকার সেভাবেই বুঝেশোনে পদক্ষেপ নেবে।’

সোমবার সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে চীন থেকে

আগত ১০ জন প্রতিনিধিকে বিদায় জানাতে এসে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অংশ নেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

তিনি বলেন, করোনায় যে হারে প্রতিদিন রোগী বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মানুষ অধিক সচেতন না হলে সব হাসপাতাল করোনা রোগীতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এ কারণে করোনা মোকাবেলায় দেশের মানুষকে আরো বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে।

করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতে বাজেট আরো বাড়ানো প্রয়োজন বলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে চায়না রাষ্ট্রদূত ঝ্যাং জুয়ো ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে তা সবার আগে বাংলাদেশ পাবে বলে নিশ্চিত করে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বক্তব্য রাখেন। এসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চীন থেকে আগত প্রতিনিধিরা ছাড়াও স্বাস্থ্যখাতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চীন করোনা ভ্যাক্সিন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজে অগ্রগতিও অনেক। এই ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হলে সবার আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে পাঠাবে বলে চীন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।চীনের আক্রান্ত সময়ে বাংলাদেশ যেভাবে পাশে ছিল চীন সরকার সেই উদারতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য সবার আগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।’

প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কোভিড প্রতিরোধে বাংলাদেশের কাজে চীনা দল সন্তুষ্ট হয়েছে, তবে কোভিড মোকাবেলায় আরও কিছু জায়গায় উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে বলেও প্রতিনিধি দল সরকারকে জানিয়েছেন। আমরাও সামনের দিনগুলোতে চিহ্নিত জায়গাগুলো নিয়ে আরো কাজ করবো।’

করোনা পরীক্ষার জন্য কিট প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণে কিট পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ বর্তমান বিশ্বের সব দেশেই কিটের চাহিদা রয়েছে। তবে যা মজুদ আছে তাতে ঘাটতি হওয়ার কথা না। কোনো কারণে সংকট তৈরি হলেও তা খুব দ্রুতই মেটানোর ব্যবস্থা সরকারের হাতে নেয়া রয়েছে। কাজেই কিট নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।’ সূত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে: রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিশ্বে একদিনে সর্বোচ্চ করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ড

মহামারী করোনাভাইরাসের দাপটে বিশ্ববাসী আজ কোনঠাসা। ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে দাপট দেখাচ্ছে এই মারণব্যাধি। রোববারই ১ লাখ ৮৩ হাজার ২০ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মহামারী শুরু হওয়ার পর গত ২৪ ঘণ্টায় এটাই সর্বোচ্চ শনাক্তের ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এই তথ্য জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, এদিন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই শনাক্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার। এর মধ্যে ব্রাজিলেই

রোববার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি।

এর আগে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ শনাক্ত ছিল ১৮ জুন, ১ লাখ ৮১ হাজার ২৩২ জন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, করোনায় আক্রান্ত শনাক্তের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সেখানে একদিনে ৫৪ হাজার ৭৭১ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। এরপরই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে ৩৬ হাজার ৬১৭ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, সোমবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা পর্যন্ত করোনাভাইরাসে বিশ্বে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। মারা গেছেন ৪ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি।

তবে বিশ্বে করোনাভাইরাসে প্রকৃত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
আর করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের হিসেব রাখা আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ওয়াল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, সোমাবার বেলা পৌনে ১ টা পর্যেন্ত বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ লাখ ৫২ হাজার ৫৯৮ জন। আর মারা গেছেন ৪ লাখ ৭০ হাজার ৮৪৪ জন। সুস্থ হয়েছেন ৪৮ লাখ ৪২ হাজার ৩০৬ জন।

করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা প্রতিবেশী দেশ ভারতে হু হু করে বেড়েই চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মৃত ১ লাখ ২০ হাজারের সীমা পার করেছে বহু আগেই।
ব্রাজিল, রাশিয়া ও ভারতে যেমন আক্রান্ত বেড়ে চলেছে, ঠিক সেভাবেই দক্ষিণ আমেরিকার দেশ মেক্সিকোয় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম দেখা দেওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সুত্র-যুগান্তর

‘বিএনপির ত্রাণকাজে বাধার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা’

বিএনপির ত্রাণকাজে বাধা দেয়ার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সোমবার তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা জানান।

এর আগে রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, করোনা মহামারীর মধ্যে গরিব ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সরকারি দলের এ হামলা অশুভ ইঙ্গিতেরই ইশারা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, কোথায় কে বাধা দিচ্ছে তা স্পষ্ট করুন, তথ্যপ্রমাণ দিন। অভিযোগ সত্য হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

তিনি বলেন, ‘মানবিক কাজে বাধা প্রদান আওয়ামী লীগের নীতি নয়।

করোনার উচ্চঝুঁকি বিবেচনায় সরকার কিছু জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এসব এলাকার জনসাধারণকে কঠোরভাবে সরকারি নির্দেশনা মেনে ও ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনার এই দুর্যোগে বাংলাদেশে সফররত চীনা বিশেষজ্ঞ টিম সরকারের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করেছেন।

‘তারা নমুনা পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতার অভাবের কথাও বলেছেন।’

ওবায়দুল কাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, এক সেকেন্ডের অবহেলা, হাত ধোয়ার ২০ সেকেন্ডের অলসতা ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

সরকার জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে আইসিইউসহ জরুরি সেবা সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি এ সংকটকালে বেসরকারি উদ্যোগও যোগ করতে পারে নতুনমাত্রা।

তিনি আরও বলেন, নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থাপন করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ সিস্টেম।

সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও টেস্টিং কেপাসিটি এবং চিকিৎসা সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ৬০ এর অধিক কেন্দ্রে টেস্ট করা হচ্ছে, প্রয়োজনে আরও বাড়ানো হবে।

এরই মধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জাম সুরক্ষা সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় তিনি করোনার লক্ষণ দেখা দিলে গোপন না করে নিকটস্থ কেন্দ্রে পরীক্ষা করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

এর আগে ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালের জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের তত্ত্বাবধায়ক মো. আবদুল হামিদের কাছে দুটি আইসিইউ ভেন্টিলেটর হস্তান্তর করেন।

১৭০ সংসদ সদস্যের করোনা পরীক্ষা করতে চিঠি

একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের বাকি কার্যদিবসগুলোতে যে ১৭০ সংসদ সদস্য অংশ নেবেন, তাদের করোনা পরীক্ষার আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় সংসদ।

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর ই আলম চৌধুরী রোববার যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করছি।

১৭০ সংসদ সদস্যকে করোনা পরীক্ষা করতে চিঠি দেয়া হয়েছে। শনিবার ২০ জন সংসদ সদস্য নমুনা পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। তাদের করোনা নেগেটিভ এসেছে। বাকিদেরও আমরা অনুরোধ করছি, যেন করোনার নমুনাটা পরীক্ষা করিয়ে নেন’।

জাতীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে যাদের বয়স বেশি, তাদের আগে থেকেই সংসদে যোগদান না করতে বলা হয়েছে। এছাড়া কয়েকজন সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করায় এখন ৩৫০ এর কম সংসদ সদস্য রয়েছেন বর্তমান জাতীয় সংসদে।

সংসদ সচিবালয় সূত্র জানিয়েছে, সংসদের মেডিকেল সেন্টারে শনিবার থেকে নমুনা জমা দিচ্ছেন এমপিরা। প্রথম দিন ২০ জন এমপি নমুনা দিয়েছেন। রোববার আরও ৪৫ জন দিয়েছেন। সব মিলিয়ে দুই দিনে নমুনা দিয়েছেন ৬৫ জন। সোমবারও এমপিদের নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

এখন পর্যন্ত বাজেট অধিবেশন তিন কার্যদিবস চলেছে। সংসদ সচিবালয় সূত্র জানিয়েছে, ২৩, ২৪, ২৯ ও ৩০ জুন সংসদের অধিবেশন চলতে পারে। অধিবেশনের কার্যক্রম চলবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

চলতি বাজেট অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন, এমন দুজনসহ অন্তত ১৫ জন সংসদ সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সর্বশেষ শনিবার নড়াইল-২ আসনের এমপি মাশরাফি বিন মুর্তজার করোনা পজিটিভ হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ সচিবালয়ের প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সুত্র-যুগান্তর

দেশে করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩৫৩১

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৪৬৪ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫৩১ জন শনাক্ত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর

থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

সবাই স্বাস্থ্যবিধিটা একটু মেনে চলুন: প্রধানমন্ত্রী

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আবারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বলেছেন, জীবন চলতে থাকবে, জীবন স্থবির থাকতে পারে না। তার পরও সবাইকে স্বাস্থ্যবিধিটা একটু মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।

রোববার গণভবনে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু তার পরও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। যতটুকু সম্ভব উন্নয়নের গতিটা ধরে রাখার চেষ্টা করছে সরকার।

তিনি বলেন, করোনার কারণে ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্যসহ অনেককে হারিয়েছি। দেশবাসীর কাছে এটুকু বলব– আসুন সবাই মিলে দোয়া করি, আল্লাহ যেন এ মহামারী থেকে আমাদের মুক্তি দেন। এটি শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, বিশ্বব্যাপী সমস্যা। মানুষ যেন করোনা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে, সেটিই আমরা চাই।

প্রসঙ্গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে জানানো হয় একদিনে তিন হাজার ২৪০ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৩৭ জন। সব মিলে দেশে মোট করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ আট হাজার ৭৭৫ জন। মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২৫ জনে। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় দেশের ৯৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: ওয়ার্ল্ড ভিশন

করোনার প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে শিশু, বিশেষত যারা শহর বা গ্রামের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাস করছে, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর ৯০ দিনে ‘লকডাউনে’ কার্যত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ায় দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার মধ্যে দৈনিক রোজগার বা ব্যবসা বন্ধ থাকায় ৭৮.৩ শতাংশ পরিবারের উপার্জন কমেছে।

শনিবার প্রকাশিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের কোভিড-১৯ র্যাপিড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিশু। যার মধ্যে ৪৬ শতাংশ দ্রারিদ্র এবং এর এক-চতুর্থাংশ অতিদারিদ্রতার মধ্যে বেড়ে উঠছে।

সংস্থাটির অন্তর্বর্তীকালীন ন্যাশনাল ডিরেক্টর চন্দন গোমেজ বলেন, আমরা শংকিত। বিশেষত ৫ বছরের কম বয়সী সেই সব শিশুদের নিয়ে যারা চলমান পরিস্থিতিতে পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে

অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে। ফলে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত হলে সবচেয়ে ঝুঁকিতে পড়বে শিশুরা। বেড়ে যতে পারে শিশু মৃত্যুর হার।

তিনি বলেন, দেশের ২৬টি জেলার ৫৭টি উপজেলার আমাদের কর্ম এলাকাগুলোতে আমরা দেখেছি খাদ্য সংকটে শিশুরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পাচ্ছে না। এতে করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হলে স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়বে।

চন্দন গোমেজ আরও বলেন, আমি শংকিত সেই ৮৭ শতাংশ শিশুদের নিয়ে যারা বাড়িতে থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করছে এবং ৯১.৫ শতাংশ শিশু যারা কোভিড-১৯ নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের শিশু এবং তাদের পার্শ্ববর্তী জনবসতিসহ বাংলাদেশের সব শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যা প্রভাবিত করছে তা সমাধানে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া এবং এই সমস্যাগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে, জরিপ এলাকার ৯৪.৭ শতাংশ পরিবারে খুব সামান্য অথবা কোনো খাবার সঞ্চিত নেই যেখানে ৩৮.৫ শতাংশ শিশু এবং ৫৮.৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দিনে সর্বোচ্চ দুইবেলা খেতে পারছেন। এছাড়া ৫৮ শতাংশ পরিবার খুব কম খাবার খেয়ে দিন পার করছে। প্রায় ৩৪ শতাংশ পরিবার রান্না, ধোয়া- মোছা ও পান করার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। অন্যদিকে ৫০ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ এবং পরিষ্কার পানির অপর্যাপ্ততার কারণে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মতো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারছে না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৫২টি উপজেলার ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১ হাজার ৬১৬ জন শিশু এবং ২ হাজার ৬৭১ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর পরিচালিত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে র্যাপিড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে । সূত্র-যুগান্তর